মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬৭১

পর্ব-১৮: প্রশাসন ও বিচারকার্য (كتاب الإمارة والقضاء)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا مَا صَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا» أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأنكر بِقَلْبِه. رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

৩৬৭১-[১১] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ওপর এমন শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে যারা ভালো-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করতে দেখতে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অসৎ কাজের প্রতিবাদ করল, সে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল। আর যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ঘৃণা করল, সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল ও শাসকের আনুগত্য করল, তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমতাবস্থায় কি আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়িম করে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়িম করে। রাবী বলেন, প্রতিবাদ ও মন্দ জানার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে ও অগ্রাহ্য করে। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ১৮৫৪, তিরমিযী ২২৬৫, আহমাদ ২৬৫২৮, সহীহ আল জামি‘ ২৩৯৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: অত্র হাদীস দ্বারা শাসকের মাঝে দু’টি গুণের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ১) তোমরা শাসকদের কিছু কর্মকে পছন্দ করবে। ২) তোমরা কিছু কর্মকে অপছন্দ করবে। অর্থাৎ তার কিছু কাজ হবে পছন্দনীয়, আর কিছু কর্ম হবে অপছন্দনীয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২২৬৫; মিরকাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। ইমাম কাযী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

(يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ)উক্ত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসকের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উম্মাতকে জানিয়েছেন যে, অচিরেই তোমাদের ওপর কতিপয় শাসক আসবে যাদের কিছু কাজকে তোমরা ভালো মনে করবে আর কিছু কাজকে খারাপ মনে করবে। তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তাদের কিছু কর্ম সুন্দর হবে আর এর দ্বারা কিছু কর্ম খারাপ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: (فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ)অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজগুলোকে প্রতিহত করল স্বীয় জিহবার মাধ্যমে সে নিফাক্বী থেকে মুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি তা করতে সক্ষম নয় যদি সে মনে মনে ঘৃণা করে তাহলে সে গুনাহের ক্ষেত্রে তাদের সাথে অংশীদারিত্ব হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

(وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) অর্থ হলো যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের কর্মে রাজি থাকবে এবং তাদের খারাপ 'আমলের অনুসারী হবে তাহলে সে গুনাহ ও শাস্তির হকদার হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ নিজেরা সালাত আদায় করবে বা মানুষের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র জুলুম ও ফাসিক্বীর কারণে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে যদি তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ। (শারহে মুসলিম ১২শ খন্ড, হাঃ ১৮৫৪)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68998

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন